ম্যাস্টিক রাস্তা খুঁড়ে বারবার কেবল পাতা

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : নতুন রাস্তা খুঁড়ে কিছুদিন আগেই বেসরকারি মোবাইল সংস্থার কেবল পাতা হয়েছে। যা নিয়ে ওইসব এলাকার মানুষও রীতিমতো বিরক্ত। এবার ফের একই জায়গায় রাস্তা খুঁড়ে কেবল পাতার কাজ করছে মোবাইল সংস্থা। মোবাইল সংস্থার থেকে পুরনিগম টাকা পায়, তাই তারাও চুপ করেই রয়েছে বলে অভিযোগ। আর সেই সুযোগে শহরের ১৫, ২১ সহ বেশ কিছু ওয়ার্ডের একাধিক জায়গায় নিজেদের ইচ্ছেমতো নতুন ম্যাস্টিক রাস্তা খুঁড়ে কেবল পাতার কাজ চলছে। যেভাবে নতুন করে রাস্তাগুলি খুঁড়ে কেবল পাতার কাজ চলছে তা নিয়ে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। বড় বড় গর্ত করে সেখানে কেবল পাতার পর তা ঠিকভাবে বোজানোও হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যার ফলে শহরের এইসব রাস্তায় প্রতিনিয়ত ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। একবার সেই বিরাট এলাকাজুড়ে গর্ত করে তা ভরাট করা হলেও সেখানে আর রাস্তা তৈরি হয় না। গত সেপ্টেম্বরে বৃষ্টির মধ্যেও রাস্তা খোঁড়ার ফলে সমস্যা তৈরি হয়েছিল।

শিলিগুড়ি পুর এলাকার বেশ কিছু রাস্তা খুঁড়ে বেশ কয়েক ফুট গর্ত করে সেখানে কেবল পাতার কাজ করছে একটি বেসরকারি মোবাইল সংস্থা। এখন নয়, এই কাজ শুরু হয়েছে বেশ কয়েকমাস আগে। আগেও একইভাবে বিরাট গর্ত করে মাটির নীচে কেবল পাতার কাজ হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এবার ফের ওইসব জায়গায় নতুন রাস্তা খুঁড়ে কেবল পাতা হচ্ছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারের তরফেই নাকি ওই মোবাইল সংস্থাকে কেবল পাতার অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। সেই মতো শিলিগুড়িতেও পুরনিগমের কাছে যখন ওই মোবাইল সংস্থা কেবল পাতার অনুমতি চায়, তখন পুরনিগম তার অনুমতি দেয়। এর বিনিময়ে পুরনিগমকে নির্দিষ্ট অর্থ জমা করতে হয় ওই সংস্থার। সরকারি নির্দেশিকা থাকলেও সমস্যায় কিন্তু পড়েন সাধারণ মানুষ। পুরনিগম টাকা নেওয়ার সুবাদে রাস্তার যেখানে-সেখানে বড় বড় গর্ত করে সেখানে কেবল পাতার কাজ চালায় সংস্থাটি। তবে কেবল পাতা হয়ে গেলেও গর্ত ভরাট করা হয় কোনওরকম দায়সারাভাবে। এতেই সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। হাকিমপাড়ার বাসিন্দা সুব্রত সরকারের বক্তব্য, 'নতুন রাস্তা কেটে বড় বড় গর্ত করে সেখানে কেবল পাতা হচ্ছে। একই রাস্তা একাধিকবার কাটাও হচ্ছে। কেউ কিছু বলে না।' অতুলপ্রসাদ সরণির বাসিন্দা দুর্গাপদ পালের বক্তব্য, 'গর্ত করে কেবল পাতার পর তা আর ঠিকভাবে ভরাট করা হয় না। যার ফলে প্রতিনিয়ত গর্তে পা হড়কে দুর্ঘটনা ঘটছে।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের পূর্ত বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য মুন্সি নুরুল ইসলাম বলেন, 'একই রাস্তা একাধিকবার কেটে সেখানে কেবল পাতার কথা আমি জানি না। তবে যদি কোনও অনুমতি না নিয়ে এই কাজ বেসরকারি মোবাইল সংস্থা করে থাকে তবে শিলিগুড়িতে ওদের কাজ বন্ধ করে দেব। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।'

আটক চার যুবক

গয়েরকাটা, ১২ জানুয়ারি : গয়েরকাটার হাটখোলার বাসিন্দারা চুরির অভিযোগে চার যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা নীরজ শা বলেন, 'লকডাউনের সময় আমার গোডাউন থেকে তেলের টিন ও সাবান চুরি যায়। কিছুদিন আগে স্থানীয় মুন্সি লাইন এলাকাতেও একটি চুরির ঘটনা হয়। সেখানে এই চার যুবক ধরা পড়ে। সেই সূত্র ধরে এই চার যুবককে জেরা করলে তারা আমার গোডাউনে চুরি করার বিষয়টি স্বীকার করে নেয়। এদিন তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।' বানারহাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে চার যুবককে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পরিদর্শন

গয়েরকাটা, ১২ জানুয়ারি : মঙ্গলবার ধূপগুড়ির বিধায়ক মিতালি রায় ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি-২ পঞ্চায়েতের দাসপাড়ায় শ্মশানঘাট ক্যানাল পরিদর্শনে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের শালবাড়ি-২ অঞ্চল সভাপতি প্রলয়কুমার দাস। এলাকাবাসীর দাবি, বন্যার ফলে ক্যানালটির অনেকটা অংশ এবং ক্যানালের পাশে থাকা রাস্তারও ক্ষতি হয়েছে। ধূপগুড়ির বিধায়ক মিতালি রায় বলেন, 'এদিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে শালবাড়ি-২ পঞ্চায়েতের একটি ক্ষতিগ্রস্ত ক্যানাল পরিদর্শন করি। কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় খতিয়ে দেখছি।'

বিজেপির বুথসভা

মেটেলি, ১২ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান বাসিন্দাদের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা মঙ্গলবার মেটেলি চা বাগানে একটি সভার আয়োজন করেন। সভায় কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্প ও সেগুলির সুবিধা নেতারা বাসিন্দাদের সামনে তুলে ধরেন। পাশাপাশি, তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক কর্মসূচির বিরুদ্ধে নেতারা সরব হন। বিজেপির মেটেলি আপার মণ্ডল কমিটির সভাপতি পুনা ভেংরা, এসসি মোর্চা মণ্ডল সভাপতি কমল মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক সুভাষ সারকি প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

হাতির হামলায় গুঁড়িয়ে যাওয়া টন্ডু টিজি স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়। ছবি : শুভজিৎ দত্ত

২৯ বার হাতির হামলা

গুঁড়িয়ে গেল টন্ডু টিজি স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক স্কুল

নাগরাকাটা, ১২ জানুয়ারি : গেট উপড়ে শিশুমিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত স্কুলে তাণ্ডব চালাল দুটি হাতি। সোমবার গভীর রাতে নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের টন্ডু ডিভিশনে ঘটনাটি ঘটেছে। টন্ডু টিজি স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক স্কুলের দশা এমন হয়েছে যে আগামীদিনে পড়াশোনা চালু রাখা নিয়ে সন্দিহান স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই নিয়ে গত ১০ বছরে ২৯তম হাতির হামলার শিকার হল স্কুলটি। অন্যদিকে, কাল রাতেই বামনডাঙ্গা চা বাগানের ফ্যাক্টরি লাগোয়া ৩টি দোকান ভেঙে দিয়েছে হাতি। এর জেরে ওই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন। বামনডাঙ্গা ও টন্ডুর বাসিন্দারা এদিন ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ গণেশ ওরাওঁ সহ তৃণমূল নেতারা পরিদর্শনে গেলে বিক্ষোভের মুখে পড়েন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বন দপ্তর কোনও পদক্ষেপ করছে না। যদিও গরুমারা বন্যপ্রাণ ডিভিশনের ডিএফও নিশা গোস্বামী বলেন, 'হাতির হামলা ঠেকাতে বনকর্মীদের চেষ্টায় কোনও খামতি নেই। রবিবার রাত দেড়টা পর্যন্ত বামনডাঙ্গা এলাকায় তাঁরা হাতি তাড়িয়ে অন্য আরেকটি স্থানে চলে আসার পর ঘটনাগুলি ঘটে। স্থানটির প্রতি বিশেষ নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপক বড়ুয়া বলেন, 'প্রতিবার হাতির হামলার পর ধারদেনা করে স্কুলবাড়ি মেরামত করা হয়েছে। বন দপ্তর বা প্রশাসন, কারও কাছ থেকেই কোনও সাহায্য আজ পর্যন্ত মেলেনি। এবার যা পরিস্থিতি হয়েছে, তাতে নিজেদের উদ্যোগে আর মেরামত সম্ভব নয়। স্কুলের নিজস্ব টাকাও নেই। আগের অবস্থায় ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত স্কুল খুললেও পড়াশোনা চালু রাখা আর সম্ভব নয়।' গণেশ ওরাওঁ বলেন, 'বৃহস্পতিবার এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে জেলা শাসক ও ডিএফও'র সঙ্গে দেখা করব। লাগাতার হাতির হামলা চলতে থাকলেও দেখা যাচ্ছে বন দপ্তরের তরফে কোনও সাড়াশব্দ নেই। স্থানীয়দের ক্ষোভ স্বাভাবিক। বামনডাঙ্গা-টন্ডুতে যৌথ বন পরিচালন সমিতি গঠন ও স্থানীয়দের বন সহায়কের পদে নিয়োগ করার দাবি বন দপ্তরের কাছে জানানো হবে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত ১টা নাগাদ ডায়না জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দুটি হাতি স্কুলটির গেট উপড়ে ফেলে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ভোর ৫টা পর্যন্ত সেখানে তাণ্ডব চালায় সেগুলি। বিদ্যুতের তারও ছিঁড়ে যায়। শ্রেণিকক্ষ, রান্নাঘর, গুদাম, গ্রন্থাগার, কিছুই আর অক্ষত নেই। চাঙড় ভেঙে বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে। মিড-ডে মিলের সামগ্রী থেকে শুরু করে স্কুলের গাছও সাবাড় করেছে হাতিগুলি। টন্ডুর বাসিন্দা ভগবানদাস ওরাওঁ বলেন, 'স্কুলটি এই এলাকার গর্ব। হাতি সব কিছু শেষ করে দিল। বন দপ্তর দ্রুত পদক্ষেপ না করলে বাসিন্দারা পথে নামবেন।' গোবিন লামা বলেন, 'এলাকাকে বাঁচাতে বন দপ্তরকে কিছু একটা করতেই হবে। এমন হামলা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।'

বামনডাঙ্গা চা বাগানের ফ্যাক্টরি লাগোয়া এলাকায় সংগীতা দেবী সিং, সুবে এক্কা ও তপনআলো মিত্রের দোকান হাতির হানায় মাটিতে মিশে গিয়েছে। ফলে এখন তাঁদের মাথায় হাত। বাগানের কর্মচারী মুকেশ চৌধুরী বলেন, 'একটি বড় হাতির সঙ্গে দোসর হিসেবে যোগ দিয়েছে একটি ছোট হাতি। সেটি এতই ক্ষিপ্র যে স্থানীয়রা কমান্ডো নামে ডাকেন। বাগানজুড়ে এখন অজস্র বাড়ি ভাঙা। কারো কোনও হেলদোল নেই।'

কমান্ডোর দাপট

- সোমবার গভীর রাতে বামনডাঙ্গা চা বাগানের টন্ডু ডিভিশনে হাতির হানা
- এই নিয়ে শিশুমিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত স্কুলে ২৯ বার হাতির হানা হল
- ক্ষতিগ্রস্ত ভবনে ভবিষ্যতে পড়াশোনা চালু রাখা নিয়ে সন্দিহান স্কুল কর্তৃপক্ষ
- ফ্যাক্টরি লাগোয়া ৩টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত
- এই হাতিদের মধ্যে একটিকে কমান্ডো নামে ডাকেন এলাকাবাসী

খইদারবাড়ি এলাকায় এভাবেই যাতায়াত করতে হয়। – সংবাদচিত্র

জলের তোড়ে রাস্তায় ধস

রাজেশ দাস

গোপালপুর, ১২ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খইদারবাড়ি এলাকায় রাস্তা ধসে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন এলাকার মানুষ। দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন স্থানীয়রা। যদিও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ, রাস্তাটি দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকলেও সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন। এই নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়রা। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় বর্মন, মন্টু বর্মন ও প্রফুল্ল বর্মন জানান, গতবছর বর্ষার সময় গিরিয়া নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় জলের তোড়ে রাস্তার একাংশ ধসে গিয়েছে। কিন্তু স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানালেও সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। তাঁরা শুধু আশ্বাস দেন। কিন্তু এলাকার সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে তাঁদের কোনও হেলদোল নেই। বহু মানুষ এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল। কেদারহাট, গোপালপুর, নয়ারহাট এলাকার সাধারণ মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। রাস্তা ধসে যাওয়ার ফলে যাতায়াত করা খুব বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এলাকার মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাইক ও সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করেন। আগে বড় গাড়ি ঢুকলেও রাস্তা ধসে যাওয়ার পর থেকে কোনও গাড়ি ঢুকতে পারছে না। তাঁরা বলেন, অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে পারে না এলাকায়। রোগীকে হাসপাতালে নিতে সমস্যা হয়। তাঁরা ধসে যাওয়া রাস্তাটি শীঘ্রই সংস্কারের দাবি জানান। বলেন, প্রশাসন অবিলম্বে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। এ বিষয়ে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালতী বর্মন রাস্তাটি সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন।

যুবকদের স্বনির্ভর করতে প্রশিক্ষণ

নাগরাকাটা, ১২ জানুয়ারি : ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তের যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করতে ফার্স্ট এইড প্রশিক্ষণ শিবির চালু করল সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-এর ফালাকাটা ১৭তম ব্যাটালিয়ন। মঙ্গলবার এই উপলক্ষ্যে লুকসানের লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্মৃতি বাংলা-হিন্দি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে হাতে নেওয়া প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন এসএসবির জলপাইগুড়ি সেক্টরের ডিআইজি পরীক্ষিৎ বেহরা। তিনি বলেন, 'সীমান্তের ছ'টি সীমা চৌকি এলাকা মিলিয়ে ৪১টি গ্রামের ১৩০ জন যুবক-যুবতীকে ওই প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এর ফলে তাঁরা স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দারা সমস্যায় পড়লে তাঁদের প্রাথমিক সাহায্য করতে পারবেন।' এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, কোর্সটি ৩ সপ্তাহের। ইনস্টিটিউট অফ টেকনিকাল ইনফরমেশন অ্যান্ড কম্পিউটার এডুকেশন প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করবে। কোর্স মেয়াদ শেষে দেওয়া হবে শংসাপত্র। প্রশিক্ষণে ডুয়ার্সের বান্দাপানি, চামুর্চি, লুকসান, গাঠিয়া, জিতি ও কালাপানির মতো সীমান্ত এলাকার ছেলেমেয়েদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৭তম ব্যাটালিয়নের আধিকারিক হৃষীকেশ শ্রীবাস্তব, লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনোজ মুন্ডা প্রমুখ।

বিপাকে সমগ্র শিক্ষা অভিযান কর্তৃপক্ষ

কেন্দ্রীয় বরাদ্দের অর্ধেক অর্থ এখনও আসেনি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : ২০২০-'২১ আর্থিক বছর শেষ হওয়ার মুখে জলপাইগুড়ি জেলা সমগ্র শিক্ষা অভিযান কর্তৃপক্ষ বরাদ্দের ৮৫ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৩০ কোটি টাকা পেয়েছে। বেতন খাতে ৩ কোটি টাকা পাঠানো ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এই জেলাকে কোনও অর্থ বরাদ্দ করেনি। যার জেরে জেলার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের কাজে ধারাবাহিকতা থাকছে না। শ্রেণিকক্ষ নির্মাণকাজ ধাক্কা খাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নের দপ্তরের অধীনে শিশু শিক্ষা মিশন এবং মাধ্যমিক শিক্ষা মিশন প্রকল্পকে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করা হলেও এখনও এই দুটি বিভাগের পরিচালনভার সমগ্র শিক্ষা অভিযানের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। ফলে প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি জেলার ৩৪১টি আপার প্রাইমারি এবং ১ হাজার ১১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সমগ্র শিক্ষা অভিযান কর্তৃপক্ষ ২০২০-'২১ আর্থিক বছরে ৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। সমগ্র শিক্ষা অভিযানে জলপাইগুড়ি জেলায় কর্মীর সংখ্যা ২,১০০। বেতন খাতে ৩ কোটি টাকা পাঠানো ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার আর কোনও অর্থ পাঠায়নি। বিদ্যালয়গুলির লাইব্রেরি গ্র্যান্টের টাকা বন্ধ। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের কাজে ধারাবাহিকতা নেই। তবে কলকাতা থেকে বার্তা এসেছে, আগামী ১৮ জানুয়ারি অনলাইনে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অর্থের অভাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরিস্রুত পানীয় জলের পরিকাঠামো শৌচাগার, শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধির কাজ করা যাচ্ছে না। আর্থিক বছর শেষ হবে আগামী ৩১ মার্চ। ২০১৯-'২০ আর্থিক বছরেও জলপাইগুড়ি জেলা বাজেটের বরাদ্দ অর্থ পায়নি। এবারেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

শিক্ষক সংগঠনগুলি বাজেট বরাদ্দের অর্থ না আসায় ক্ষুব্ধ। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝাঁ বলেন, 'জলপাইগুড়ি জেলা শিক্ষার দিক দিয়ে অনগ্রসর। এই জেলার শিক্ষার প্রসারের জন্য যখন উদ্যোগ জরুরি, তখন কেন্দ্রীয় সরকার হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। এটা নিন্দনীয়।' তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি নির্মল সরকার বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার শিক্ষার প্রসারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার প্রসারে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলেছে। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রগতির পথকে আটকাতে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের বরাদ্দকৃত অর্থ দিচ্ছে না।' জলপাইগুড়ি জেলা সমগ্র শিক্ষা অভিযানের প্রকল্প আধিকারিক মানবেন্দ্র ঘোষ এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

অপেক্ষা চলছে

- বরাদ্দের ৮৫ কোটির মধ্যে মাত্র ৩০ কোটি হাতে এসেছে
- ২,১০০ কর্মীর বেতন খাতে কেন্দ্র শুধু ৩ কোটি টাকা দিয়েছে
- অর্থের অভাবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ধাক্কা
- শ্রেণিকক্ষ নির্মাণকাজ থমকে রয়েছে

রাজাভাতখাওয়ায় পর্যটন উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। – সংবাদচিত্র

ডুয়ার্সের সংস্কৃতি তুলে ধরতে উৎসব

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি : ডুয়ার্সের সংস্কৃতি পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে আলিপুরদুয়ারের রাজাভাতখাওয়ায় শুরু হল ডুয়ার্স টুরিজম অ্যান্ড কালচারাল ফেস্টিভাল। মঙ্গলবার রাজাভাতখাওয়া গোশালায় এই উৎসবের উদ্বোধন করলেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিক নির্মল রুচাল ও অল ইন্ডিয়া বার অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। ডুয়ার্স টুরিজম অ্যান্ড কালচারাল ফেস্টিভালের কোঅর্ডিনেটর রামকুমার লামা বলেন, 'এবারই প্রথম ডুয়ার্সের ১৫টি সংগঠন মিলে বৃহত্তর আকারে টুরিজম ফেস্টিভালের আয়োজন করেছি। জেলায় আসা পর্যটকদের সামনে আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে তুলে ধরতেই এই আয়োজন। আগামী ২৫ তারিখ পর্যন্ত ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় এই ফেস্টিভাল হবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন পর্যটন সংগঠনগুলি গত ডিসেম্বর মাসে রাজাভাতখাওয়ায় বৈঠকে বসেছিল। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ডুয়ার্স টুরিজম অ্যান্ড কালচারাল ফেস্টিভাল আয়োজন করা হবে। উৎসব কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন জনজাতির সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে পর্যটকদের সামনে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, নাচ, গান পরিবেশনের পাশাপাশি বিভিন্ন জনজাতির খাদ্যদ্রব্যও পর্যটকদের পাতে দেওয়া হবে। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনায় বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য পর্যটকদের সামনে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা অংশ নিয়েছিলেন। আগামী ২৫ তারিখ পর্যন্ত বক্সা ফোর্ট, রায়মাটাং, রাজাভাতখাওয়া, জলদাপাড়া ও আরও বেশ কয়েকটি এলাকায় এই ফেস্টিভাল চলবে।

তিনটি ময়ূরের মৃত্যু

ওদলাবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : বাগ্রাকোটের লিসরিভার চা বাগানে একাধিক ময়ূরের মৃত্যু ও অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায় উদ্বেগ ছড়াল। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাসের তরফে জানা গিয়েছে, গত দু'দিনে লিসরিভার চা বাগানের মিশন লাইনে তিনটি ময়ূরের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থল থেকে একটি ময়ূরকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেছেন ন্যাসের সদস্যরা। পরে সেটিকে মাল বন্যপ্রাণ শাখার কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ন্যাসের সম্পাদক নফসর আলি বলেন, চা বাগানে কীটনাশক স্প্রে করার কারণে নাকি অন্য কোনও কারণে ময়ূরগুলোর মৃত্যু হল তা খতিয়ে দেখা হবে। চা বাগানের শ্রমিককল্যাণ আধিকারিক রাহুল শর্মা বলেন, 'আমার বিষয়টি জানা নেই। এমন হয়ে থাকলে অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখব।' বন্যপ্রাণী শাখার মাল রেঞ্জের ওয়ার্ডেন দীপেন সুব্বা বলেন, 'আমরা উদ্ধার হওয়া ময়ূরটিকে লাটাগুড়ির প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে পাঠিয়েছি। যে তিনটি ময়ূরের মৃত্যু হয়েছে, সেগুলির মৃত্যুর সঠিক কারণ খতিয়ে দেখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব আমরা।'

কমিউনিটি হলে খাটাল, বসছে নেশার আসর

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে এলাকাবাসীর সুবিধার জন্য কমিউনিটি হল তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। প্রায় পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা সেই কমিউনিটি হল এখন আবর্জনা ফেলার জায়গায় পরিণত হয়েছে। রাতের অন্ধকারে ওই ভবনে নেশার আসর বসারও অভিযোগ উঠেছে। এমনকি ভবনের একাংশ পরিণত হয়েছে খাটালে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ।

হেমন্ত কলোনির অধিকাংশ বাসিন্দাই দিনমজুর। দারিদ্রসীমার নীচে থাকায় বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য একসময় পুরনিগমের উদ্যোগে কমিউনিটি হল তৈরির কাজ শুরু হয়। কিছুদিন পরেই পুরনিগমে পালাবদল ঘটে। কমিউনিটি হল তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ফের ওয়ার্ডের ক্ষমতায় আগের কাউন্সিলর ফিরে এলেও কমিউনিটি হলটির কাজ আর শুরু হয়নি। অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় থাকা সেই কমিউনিটি হলটি এলাকারই কিছু বাসিন্দার আবর্জনা ফেলার জায়গায় পরিণত হয়েছে। ভবনের একপাশ হয়ে উঠেছে গোরুর খাটাল। রাতের অন্ধকারে অসমাপ্ত ওই ভবনে নেশার আসর বসে বলে অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা পঙ্কজ শর্মা বলেন, 'কমিউনিটি হলটি এখন একশ্রেণির অসাধু দখলদারদের হাতে চলে গিয়েছে। আবর্জনায় পুরো ভবনটি ভরিয়ে দেওয়া হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। বাকি থাকা কাজটাও আর শুরু হল না।' ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর পরিমল মিত্রকে ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেননি। পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য রামভজন মাহাতো বলেন, 'খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মেলার খুঁটিপুজো

করণদিঘি, ১২ জানুয়ারি : মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার অন্তর্ভুক্ত দুয়ারিনের গরুলভাষা গ্রামে করণদিঘি কামতাপুরি রাজবংশী সমাজের আয়োজনে করণদিঘি ব্লক কামতাপুরি রাজবংশী মেলার খুঁটিপুজো হল। করণদিঘির বিধায়ক মনোদেব সিনহার স্ত্রী তথা উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্যা, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি কর্মাধ্যক্ষা বিপাশা দাস সিনহা নারকেল ফাটিয়ে পুজোর উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, 'মকর সংক্রান্তিতে রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতির ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য এই আয়োজন।' পুজোর উদ্যোক্তারা জানান, ভাওয়াইয়া গানে, দোতারার বাজনায় ও বোগিয়ার টানে এখানে ব্যাপক ভিড় হবে। বিধায়ক মনোদেব সিনহা ১৫ জানুয়ারি মেলার উদ্বোধন করবেন। অতুল রায়, কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির সভাপতি বজলে রহমান উপস্থিত থাকবেন। মেলায় ভাওয়াইয়া গান, নাচ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে থাকবে কামতাপুরি রাজবংশী দেশি খাবারের স্টল। শুকটা-শিদলের সানা, পেলকি, শুকাতি শাক, গুনজুরি-শামুকের ডুগডুগি, ভাকা-বোগিয়ার সঙ্গে কুচিয়া পেলকা, ফকদো, কুচিয়া মাছের ঝোল থাকবে।

শীতবস্ত্র বিলি

চালসা, ১২ জানুয়ারি : মঙ্গলবার মেটেলি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোরা এলাকায় একটি সংস্থার তরফে ৫০ জন দুঃস্থকে গরম বস্ত্র দেওয়া হয়। সংস্থার পক্ষে তান চক্রবর্তী বলেন, 'পরবর্তীতেও এই ধরনের কর্মসূচি চলবে।'

শিলিগুড়ি শহরের ফাঁকা জমিতে আবর্জনার স্তূপ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : শহরের ফাঁকা জমিগুলির একাংশ রীতিমতো ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। বাদ যাচ্ছে না খোদ পুরনিগমের ফাঁকা জমিও। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডেই সরকারি, বেসরকারি পরিত্যক্ত জমিগুলির একাংশের এধরনের পরিস্থিতি নিয়ে একদিকে যেমন পুরনিগমের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তেমনই সাধারণ মানুষের সচেতনতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে, পাড়ায় পাড়ায় ফাঁকা জমিগুলিকে কেন্দ্র করে দিনের পর দিন আবর্জনা পড়ে থাকা নিয়ে রীতিমতো আশঙ্কা প্রকাশ করেছে চিকিৎসক মহল। চিকিৎসক শঙ্খ সেন বলেন, 'আবর্জনা দিনের পর দিন জমে থাকলে বিপদ। কারণ সেই আবর্জনার উপর মাছি বসছে। সে মাছিই আশপাশের বাড়িতে চলে যাচ্ছে। ফলে টাইফয়েডের মতো রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকছে। এছাড়া আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ বেরোনোয় দূষণ তো ছড়াচ্ছেই।'

> আবর্জনা দিনের পর দিন জমে থাকলে বিপদ। সেই আবর্জনার উপর মাছি বসছে। সে মাছিই আশপাশের বাড়িতে চলে যাচ্ছে। টাইফয়েডের মতো রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকছে।
> –শঙ্খ সেন, *চিকিৎসক*

শহরের এককোণেই রয়েছে ডাম্পিং গ্রাউন্ড। শহরকে পরিষ্কার রাখতে প্রতিদিনই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের আওতায় আবর্জনা তুলে সেটি নির্দিষ্ট ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হয়। তবে শহরের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পরিত্যক্ত জমিগুলিতে আবর্জনা জমতে জমতে বর্তমানে ওই জমিগুলি 'ডাম্পিং গ্রাউন্ড' হিসেবেই পরিচিতি পেতে শুরু করেছে। শহরের মিলনপল্লি থেকে শুরু করে ভূপেন্দ্রনগর, সর্বত্রই এক পরিস্থিতি। বাদ যাচ্ছে না খোদ পুরনিগমের জমিও। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কিছুটা দূরেই ডন বসকো রোডের একপাশে থাকা পুরনিগমের পরিত্যক্ত জমিটি দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। স্থানীয় বাসিন্দা অজয় শর্মা বলেন, 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ভ্যান ঠিকমতো আসে না। তাই আবর্জনা ফেলতে বাধ্য হচ্ছি।' শুধু স্থানীয়রাই নয়, মিলনপল্লি, শালুগাড়ার নেতাজিনগরে আবর্জনা ফেলার জন্য পরিত্যক্ত জমির একপাশে ভ্যাট রাখা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট জমি আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা অলোক রায় বলেন, 'একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যেই অসচেতনতা রয়েছে তেমনি সাফাইকর্মীদের একাংশের মধ্যেও শুধুমাত্র ভ্যাটে পড়া আবর্জনা নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। ভ্যাটের আশপাশের আবর্জনা পরিষ্কার না করার জেরে ধীরে ধীরে সেটাই পুরো জমিতে ছড়িয়ে পড়ে।' মহানন্দাপাড়ার বাসিন্দা প্রশান্ত রায় বলেন, 'পাড়ায় পাড়ায় কিছু মানুষের অসচেতনতার জেরে পরিত্যক্ত জমিগুলিতে তৈরি হওয়া এই অযাচিত পরিস্থিতি দূর করতে একসময় পুরনিগমের তরফে ফাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যদিও পরে তা কার্যকরী হয়নি।'

পুরনিগমের বিদায়ি ডেপুটি মেয়র তথা প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য রামভজন মাহাতো বলেন, 'এটা ঠিকই যে, ফাইন চালু করার পর এধরনের পরিত্যক্ত জায়গায় আবর্জনা ফেলা বন্ধ হয়েছিল। যদিও ফের শুরু হয়েছে। আমরা এব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

ফাঁকা জমিতে আবর্জনা জমে রয়েছে। – সংবাদচিত্র